মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য:
ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন (১৭০০-১৮৯৯)

পিএইচ.ডি (কলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

পাভেল সুলতানা

গবেষক

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং- A00BE1401517

তত্ত্বাবধায়ক

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী

(প্রাক্তন অধ্যাপক)

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৩

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য: ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন (১৭০০-১৮৯৯)

পাভেল সুলতানা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কোনও এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা জাতির মানুষের হাতে বদ্ধ নয়। এই সাহিত্য হিদু, মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর লোকজন রচনা করেছেন তাঁদের বিপুল দক্ষতার সঙ্গে। হিন্দু ধর্মের কোনও লোক যখন লিখছেন তিনি হিন্দু সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছেন আবার ইসলাম ধর্মের লোকজন যখন লিখছেন এঁদের আমরা মুসলমান সাহিত্যিক বলছি। ধর্ম দিয়ে সাহিত্যিকের শ্রেণি নির্ণয়করা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়। তবুও প্রাথমিকভাবে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে 'মুসলমান সাহিত্যিক' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই রকম শ্রেণিবিভাজনের কোনও গুরুত্ব আছে কিনা, তা অনুসন্ধানের একটি দিক হিসাবে লক্ষ করা হবে। এছাড়া একই সময় পরিমণ্ডলে থেকেও হিন্দু ও মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখার ফারাক কতটা এটা বোঝানোর জন্য আরও এই শিরোনাম নির্বাচন। সাহিত্য সমালোচক মহলে এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা-চর্যার জায়গা তৈরি হয় এবং তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উঠে আসে সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) মুসলিম জাতির একেবারে অন্দরমহলের ভিতর থেকে সাহিত্যকে তুলে ধরার কথা বলেছেন। যা জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। তিনি মুসলমানের ধর্ম-সংস্কৃতিকে বহনের কথা যেমন বলেন পাশাপাশি সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনধারাকেও আত্মস্থ করার কথা বলেছেন। অনেকেই আবার বিকল্প মতামত প্রকাশ করেছেন। আবুল কালাম

মোহাম্মদ শামসুদ্দীন (১৯২৯-১৯৭১) এই প্রসঙ্গে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন, তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভাষা অনুসারে সাহিত্যের নামকরণের কথা উঠে আসে। সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম (১৮৬৯-১৯৫৩) 'মুসলিম সাহিত্য' বলতে মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে রচিত সাহিত্যের কথা বলেছেন। বাংলা সাহিত্যে 'মুসলমান সাহিত্যিক' এই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের সাহিত্য শুধুমাত্র যে ধর্মীয় বাতাবরণে ভরে উঠেছে এমনটা বলা বোধহয় সঙ্গত নয়, ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থের কথা আমরা জানতে পারি কিন্তু সব কাব্যই ধর্মমূলক নয়।

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে পূর্ণতা দানের জন্য বিশেষ সময়পর্ব হিসাবে মূলত সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীকে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই সময়পর্বে মুসলমান সাহিত্যিকরা কি ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের সাহিত্য রচনার নির্বাচিত বিষয় কি ছিল এবং সংস্কৃতি ও ভাষার ঠিক কোন জায়গাগুলি আমরা এঁদের রচনায় আলাদা করে পেয়ে থাকি সেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকদের এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মুসলমান জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা জেনে নেওয়া দরকার। বিশ শতকের প্রায় প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের জীবনে সর্বত্রই অবক্ষয় ও অধঃপতন নেমে এসেছিল, সামাজিকভাবে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক পিছিয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেই এই চিত্র বহাল ছিল শুধুমাত্র এমনটা নয়, গোটা ভারতীয় মুসলমান সমাজকে বেশকিছু সামাজিক আচার-বিধি, মতবিশ্বাস, গোঁড়ামি গ্রাস করে। আসলে জানা যায় বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির মধ্যে সম্পর্কের যে বাঁধন তা মোটামুটিভাবে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আন্দোলিত হতে থাকে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সেই সম্পর্ক অনেকাংশে উদারনৈতিকতার জায়গায় চলে আসে অবশ্যই সাহিত্যের হাত ধরে বিশেষত পীর সাহিত্যের ছোঁয়ায়।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর থেকে ইংরেজ শাসন অবধি অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সময়পর্বকে বাংলার মুসলমানদের

ইতিহাস বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এদেশে আসার পর থেকে মুসলমান জাতির জীবন একই প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেনি, পরিবর্তনের হাত ধরে তাঁরা ক্রমশ এগিয়ে গেছে। হিন্দু জনজাতির পাশাপাশি মুসলমানরাও সমাজে নিজেদের মতো জায়গা তৈরি করে নেয়। বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি সহাবস্থান যেমন তাঁদের সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক পরিসর তৈরি করে দেয় ঠিক একইভাবে সামজিক জীবনের মধ্যে গভীরভাবে ছাপ ফেলে। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং উচ্চতর সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে খুব সহজেই নিজেদের আকৃষ্ট করে তুলেছিল। হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ে মিলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এক ক্ষেত্রে গড়ে তোলে। বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি সহাবস্থান যেমন তাঁদের সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক পরিসর তৈরি করে দেয় ঠিক একইভাবে সামাজিক জীবনের ভিতর গভীরভাবে ছাপ ফেলে। সামাজিকভাবে যেমন মুসলমানরা বাস্তব জীবনে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এই সময়ে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছেন অন্যদিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তাঁদের জীবনে দুর্দিন নেমে আসে। এছাড়া রাজনৈতিকভাবে তাঁরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে।

ইসলামি কাহিনি, ইসলামি ভাব ও আদর্শ নিয়ে রচিত সাহিত্য বিশ্বের দরবারে যথেষ্ট যোগ্য বলে গ্রহণীয় নয় এই রকম মতবিরোধের জায়গা তৈরি হলে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু কীভাবে এই সাহিত্য রচিত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হতে থাকে। একদল পুথি সাহিত্যের ধারাকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার কথা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে বাংলা ভাষার মধ্যে আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েও সাহিত্য তৈরির কথা জানা যায়।

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য আমরা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি তা মূলত ‘মুসলমানী বাংলা কাব্য’, ‘বটতলার সাহিত্য’, ‘দোভাষী সাহিত্য’, এবং ‘পুথি সাহিত্য’ ইত্যাদি নামে পরিচিত। মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যের ধারায় নিজেদের মতো করে সাহিত্য রচনার পথ তৈরি করে নেয়। সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের জনজীবন, নিজেদের কালচারের কথা যেমন

বলেছেন পাশাপাশি বাঙালি জাতির নিজস্ব যে একধরনের কালচার তার কথাও বলেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা আরব, পারস্য দেশের কাহিনির দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়ে কলম ধরেছেন অন্যদিকে হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবেও সাহিত্য রচনা করেছেন। আরাকান রাজদরবারের রাজসভার সাহিত্য যেমন আমরা পাই তেমনভাবেই লৌকিক সাহিত্যের সম্ভার নিয়েও হাজির হয়েছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। আরাকান, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চলের কথা অনায়াসেই এসে পড়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের কথা প্রসঙ্গে। এই অঞ্চলগুলি সাহিত্য রচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বঙ্গদেশের সঙ্গে আরাকান-চট্টগ্রাম এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু আগে থেকেই তৈরি হয় ইতিহাসের হাত ধরে। মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিয়ে নতুনভাবে সাহিত্য সৃষ্টির পথ খোঁজেন। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান থেকে শুরু করে লোকজীবনের সাহিত্যের ধারা তাঁদের হাতেই তৈরি হয়। লৌকিক দেবতা-পীরদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে থাকে। বহুধরনের আঙ্গিককে ঘিরে সাহিত্য রচিত হয়, মুসলমান সাহিত্যিক রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, জঙ্গনামা সাহিত্য, ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা, নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা, পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন সাহিত্যের মতো কেচ্ছা/কিসসা সাহিত্যও বেশ জনপ্রিয়তার জায়গা তৈরি করে নেয়। মূলত জানা যায় গ্রাম্য জীবনের বহু বিচিত্র দৈনন্দিন ঘটনাকে ঘিরে এই কেচ্ছা কাহিনির গল্প লিখিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের কবিরা নিজেদের সাধ্যমত গ্রামাঞ্চলের বহু ঘটনাকে প্লট করে গল্প রচনা করেছেন যা 'গ্রাম্য কিসসা' বা 'কেচ্ছা' হিসাবে প্রচলিত হয়েছে। ইসলামি সাহিত্যের ধারায় একদম লেখনীর প্রথমধাপ থেকেই কেচ্ছা কাহিনি রচিত হতে শুরু করে। তবে পরবর্তীসময়ে মূলত 'দোভাষী রীতি'র সময় থেকে এর রচনা বাড়তে থাকে। তাই বলা যেতেই পারে সময়ের হাত ধরে অন্যান্য সাহিত্য ধারার মতো এই কেচ্ছা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা স্বীকার করার জায়গা তৈরি করে। মধ্যযুগের ইসলামি সাহিত্য যে শুধুমাত্র রোমান্টিকতার জায়গায় থেমে থাকেনি এটাই বলার, বিভিন্ন ধরনের রচনার কলাকুশলীতে মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের যে ধারা তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামি সাহিত্যের স্পর্শ আছে। অনুবাদ

সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য সবর্ত্রই এর অবাধ বিচরণ লক্ষ করার মতো। মুসলমান সাহিত্যিক কিন্তু তিনিও বিশেষভাবে নাথ ধর্মের গোরক্ষনাথের গল্পকে প্লট করে কাব্য রচনা করেন যেমন- শেখ ফয়জুল্লা (১৫৪৫) 'গোরক্ষবিজয়' (১৯১৭ সাল) কাব্য লিখেছেন। এইভাবে বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে ইসলামি সাহিত্য তার গতিপথে এগিয়ে গেছে।

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যগুলি কলকাতার বটতলায় মূলত পাওয়া যায় কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে কলকাতা লোকসংস্কৃতির দিক দিয়ে আরও পরিশীলিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে। যে সমস্ত লেখকগোষ্ঠী গ্রাম থেকে শহরের বিভিন্ন প্রেসে আসতে শুরু করেন তাঁদের কাছে একটা অন্যতম আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল কলকাতা। এছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় সস্তা ছাপাখানা গড়ে ওঠে। এই ছাপাখানায় মুসলমানরাও সমানভাবে এগিয়ে আসে। শিক্ষিত-অশিক্ষিতসহ সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে এই ইসলামি পুথির বেশ কদর ছিল।

'সংস্কৃতি'র (Culture) কথা বলতে গেলে মানুষের জন্মলগ্নের কথা মনে পড়ে যায়। মানব-জীব সৃষ্টির পর থেকেই তাঁর সত্তার মধ্যেই Culture বা সংস্কৃতি সহজাত রূপেই থাকে। বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে মানুষের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের হাত ধরে সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। সংস্কৃতি প্রত্যেক যুগে সমাজের প্রতিটি মানুষই বহন করে চলেছে নিজেদের অজান্তেই। ভারতবর্ষের মতো বহুজাতির, বহুবর্ণের দেশে কোনও একক সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন হয় না, প্রত্যেক জাতি যে পরিমণ্ডলে বিরাজ করে সেইভাবে নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি মেনে চলার চেষ্টা করে, তবে শিকড় ভুলে কিছু নয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জাতিরা নিজেদের মতো বেঁচে থাকলেও কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বৈদেশিক জনগোষ্ঠী (শক, হূণ, মোঘল, পাঠান) এদেশে এসেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে কিন্তু যুগের বহমানতায় এঁরাও এদেশের মানুষের সঙ্গে একেদেহে লীন হয়েছে। ভারতবর্ষের কালচার বা সংস্কৃতি শুধু কোনও বিশেষ জাতের বা সমাজের মনোভাবের অবলম্বনে তৈরি নয়, এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের ভারতীয় কালচারকে আগে জানা দরকার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে

পরিবর্তন হয়েছে। এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ধারা ইসলামি সংস্কৃতি। মুসলমান বিজয়ের পর ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়।

সংস্কৃতির আলোচনায় বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির কথা উঠে আসে। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক ধারায় বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষাগত বিভেদ থাকলেও সাংস্কৃতিক রুচি সম্পর্কিত বিষয়ে সমমনোভাবাপন্ন ছিলেন। বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ইতিহাসকে শুধুমাত্র অসহিষ্ণুতা এবং বিভ্রান্তিকর বিবরণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা যায় না। মাঝে মাঝে অনেকক্ষেত্রে পারস্পরিক সহমর্মিতার প্রভাব উল্লিখিত। ফলে সমাজজীবন ও সংস্কৃতিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্যতার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই মুসলমানদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি হতে শুরু করে। ভারতবর্ষে মুসলিম কালচার বা সংস্কৃতি বলতে তাই একদিকে যেমন আরবি-ফারসি সংস্কৃতির কথা এসে পড়ে অন্যদিকে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের রূপও ধরা দেয়। একইসঙ্গে সুফি অনুশীলনের দিকগুলিও বেশ স্পষ্ট হয়। সুফি দর্শন, চিন্তা এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ মধ্যযুগের ভারতীয় জনজীবন, সমাজ এবং সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমান জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে সুফি মতবাদ জড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট পরিসরে সমন্বয়-সাধিত হয়েছিল বলে যে ধারণায় আমরা প্রলুব্ধ সেই সাংস্কৃতিক দিকের বহুমাত্রিকতাকে জেনে নেওয়া আমাদের দরকার। বর্তমান গবেষণার ভিতর দিয়ে আমরা সেই সংস্কৃতির নানা দিককে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি। আসলে আমাদের গবেষণার মূল জায়গা হল একদম সাধারণ জনজীবনকে ধরে প্রচলিত কালচার বা সংস্কৃতি যেমন- ঘর, বাড়ি, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, বসন এই বিষয়গুলিকে একেবারে অবজেকটিভ (Objective) জায়গা থেকে দেখা বা প্রেজেন্ট (Present) করা।

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনার পাশাপাশি মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য আমরা পাই সেই সাহিত্যগুলোর নিবিড়পাঠের পাশাপাশি সংস্কৃতির আলোচনার প্রসঙ্গটি যেমন উঠে আসে তেমনই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দিকটিও

বিশ্লষণের দাবি রাখে। আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে ভাষার দিকগুলিকেও তুলে ধরার। সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আলোচনার জন্য কতকগুলি প্রশ্নকে সামনে রেখে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

- বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের পাশাপাশি 'মুসলমান সাহিত্যিক' এই নামে আলাদা করে সাহিত্য রচনার প্রয়াস কেন দেখা দিল।
- মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য আমরা পাই তার বিষয়বস্তু কেমন ছিল সমসাময়িক রচিত সাহিত্যগুলির তুলনায় এছাড়া আলাদা করে 'ইসলামি সাহিত্য'এ কি ধরনের স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখেছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা রচনার ক্ষেত্রে সেই দিকগুলিকে নির্বাচন করে দেখতে হবে।
- বিষয়বস্তুর পাশাপাশি মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্মে কি ধরনের সংস্কৃতির সম্মুখীন আমরা হয়েছি সেই দিকটিকে খোঁজার চেষ্টা এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার মধ্য দিয়ে বিশেষত পীর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির সম্মীলনের যে পরিসর তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট ধরে গোটা বিষয়টি বুঝে নেওয়া।
- ভাষা সংস্কৃতির আওতাভুক্ত, ভাষার ভিতর দিয়ে যেমন একটি জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় অন্যদিকে তাঁর সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে নির্মাণ করে। মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় ভাষাগত সমস্যা আলাদা করে কেন দেখা দিয়েছিল সেই কারণগুলি দেখার এছাড়া তাঁদের রচিত সাহিত্যে কেন 'দোভাষী ভাষা'র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখতে হবে।

গবেষণায় অবলম্বিত পদ্ধতি ও তত্ত্বভিত্তি

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজে বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিকে (Text Analysis Method) অনুসরণ করা হয়েছে। 'মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য: ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন' শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত সংগৃহীত বইগুলি গবেষণার প্রাথমিক বা মূল উপাত্ত (Primary Source) হিসাবে গ্রহণ করা

হয়েছে, যা আকর গ্রন্থ হিসাবে এখানে আমরা ব্যবহার করেছি। এছাড়া গৌণ বা সহায়ক উপাত্ত (Secondary Source) হিসাবে ইসলামি সাহিত্যের উপর আলোচিত যথাসম্ভব সমালোচনামূলক গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকদের প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেশকিছু ইসলামি পুথি যা সম্পাদকের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের নজরগত হয়েছে সেগুলোকেও গবেষণায় গৌণ উপাদানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে সংগৃহীত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য, ইসলাম ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক গ্রন্থ, জঙ্গনামা বিষয়ক কাব্য, নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা, পীরকেন্দ্রিক রচনা এবং কেচ্ছা বিষয়ক গ্রন্থগুলিকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত বেশ কিছু পুথি গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতিরেকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

প্রথম অধ্যায়: মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: বিভিন্ন সংরূপ ও শ্রেণিবিচারের পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: নিবিড়পাঠ ও বিশ্লেষণ (নির্বাচিত সাহিত্য)

ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

খ. ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা

গ. জঙ্গনামা

ঘ. নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা

ঙ. পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য

চ. কিসসা/কেচ্ছা সাহিত্য

চতুর্থ অধ্যায়: দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির নানাদিক (নির্বাচিত সাহিত্য)

পঞ্চম অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: সুফি সাধনার প্রভাব

ষষ্ঠ অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য

অধ্যায় ভিত্তিক বিষয় সংক্ষেপ

সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটির ছয়টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে তুলে ধরা হল। আমরা আসলে এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে তা জেনে নেব।

প্রথম অধ্যায়: মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা

এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের ধারায় মুসলমান সাহিত্যিকদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। ঠিক কোন সময় থেকে মুসলমান জনমানসে আলাদা করে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনের তাগিদ দেখা দিল এবং সাহিত্য রচনায় তাঁদের বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা উঠে এসেছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা আরব-পারস্যের সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের সাহিত্য রচনা করেছেন একথা যেমন সত্য অন্যদিকে দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাবে হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনা-পদ্ধতিকেও অনুসরণ করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নিজেদের জায়গা তৈরি করেন। সাবারিদ খান তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই ইসলামি সাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন একথা বলা বাহুল্য। তারপর সময়ের হাত ধরে ইসলামি সাহিত্যের গতি বেড়েছে এসেছে নতুন নতুন কাব্য যা পাঠকদের নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে কাব্যপাঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা আলাওল, দৌলত কাজি এঁদের রচনা পেয়ে থাকি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে গরীবুল্লাহ ‘দোভাষী রীতি’র উজ্জ্বল প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবদুর রহিম, মুন্সী আবদুশ শকুর, মুনশী মহাম্মদ এঁদের রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমাদৃত করে তোলে। মুসলমান সাহিত্যকরা আলাদা ঘরানার সাহিত্য তৈরির মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবন, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে আরও এমন অনেক রচনাকারের পরিচয় পেয়েছি যাঁরা সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে কাব্য রচনা করেছেন। তবে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করি নির্বাচিত সময়ের সাহিত্যগুলিতে মুসলমান কবিরা নিজেদের সংস্কৃতির কথাকে যেমন তুলে এনেছেন পাশাপাশি হিন্দু

সংস্কৃতির ছাপও স্পষ্ট। গোটা বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলিম উভয়ের নিজস্ব একধরনের যে সংস্কৃতি তা মুসলমান সাহিত্যকরা বহন করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: বিভিন্ন সংরূপ ও শ্রেণিবিচারের পর্যালোচনা

মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যে কেমন ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পেয়েছি। মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্যগুলোকে বেশকিছু সংরূপ ও শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার কাজের অগ্রগতিতে বেশ কয়েকটি ভাগে এই সাহিত্যিকে ভাগ করা হয়েছে। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের যে প্রেমের আখ্যান নির্মাণ করেছেন কবিরা তা বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বকে তুলে ধরে। নিজেদের ধর্ম-ইতিহাস, নবিদের জীবনকে কেন্দ্র করেও সাহিত্য রচিত হয়েছে, এই রচনার মধ্যে দিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রাণপুরুষ প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ এর জীবন, আদর্শ এবং তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের যে মর্মবাণী আমরা তার কথা জানতে পেরেছি। ইমাম হাসান ও হোসেনের জীবনের ঘটনা সমগ্র মুসলিম জগতে স্মরণীয়। মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের লেখনীতে এই করুণ কাহিনিকে তুলে এনেছেন। বিভিন্ন সাহিত্যিকরা জঙ্গনামা নাম দিয়ে এই পুরো বিষয়বস্তুকে কাব্যের আকারে জনমানসে এঁকেছেন। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান জনমানসে পীর বা ফকিরেদের মধ্য দিয়ে এক সমন্বয়ধর্মিতার সূত্র তৈরি হয়। উভয়সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই পীরের পূজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এক মিলনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই ভাবনা থেকেই হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকরা একের পর এক সাহিত্য রচনা করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হয়। এছাড়া বেশকিছু মুসলমান সাহিত্যিক ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি বিষয়ক সাহিত্যও রচনা করেছেন যা নীতিশিক্ষামূলক সাহিত্যের আওতাভুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য জগতে ইংরেজি ‘মিস্ট্রি’ রচনার মতো একধরনের রচনার কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা ‘গুপ্তকথা’ নামে চিহ্নিত হয়েছে, এক্ষেত্রে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ (১৮৯৮) এই উপন্যাসটি স্মরণে আসে। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্ম মূলত

বটতলার প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। মুসলমান সাহিত্যিকরা এই গুপ্তকথাকেও খানিক নিজেদের মতো করে বলার চেষ্টা করেছেন তবে আমাদের মনে রাখার মতো মুসলমান সাহিত্যিকরা এই রচনাকে 'কেচ্ছা বা কিসসা' নামে অভিহিত করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা কেচ্ছা রচনার ক্ষেত্রেও আরব-পারস্যের গল্পকথাকে আঁকড়ে ধরেছেন। তবে গুপ্তকথার অনেক আগেই মুসলমানী কেচ্ছা আমরা ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যে পেতে থাকি। এক্ষেত্রে বলা যায় একধরনের স্বকীয়তা মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের সাহিত্য রচনায় এনেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: নিবিড়পাঠ ও বিশ্লেষণ (নির্বাচিত সাহিত্য)

আমরা মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত সাহিত্যগুলির নিবিড়পাঠ করে বিশ্লেষণ যেমন করেছি পাশাপাশি কাব্য রচনার উৎস, সমসাময়িক সময়ের সাহিত্যের সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্য রচিত হয়েছে সেই সব বিষয় এই অধ্যায়ের আলোচনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। একই বিষয়কে প্লট করে কাব্য রচিত হলেও সময়ের বদলে লেখার ধরনও বদলে গেছে। শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে গরীবুল্লাহ একই বিষয় নিয়ে যখন কাব্য রচনা করেন সেক্ষেত্রে লেখার প্যার্টান অনেকটাই পালটে গেছে। অনেক সময় উর্দু গ্রন্থ থেকে কাব্য অনুবাদ করেছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। শ্রীমনিরদ্দিন আহাম্মদ 'কালন্নবি' কাব্যটি উর্দু গ্রন্থ থেকে অনূদিত হয়েছে। বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বাঁধন আরও পরিস্ফুট হয়েছে সাহিত্যিকদের হাতে। হিন্দু দেবতা সত্যনারায়ণ মুসলমান সমাজে সত্যপীরের রূপ নেয়। কিন্তু এই পীরের ভক্তিতে মাথা নত করেছেন উভয়সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলমান সাহিত্যিকরা এই সত্যপীরকে নিয়ে কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজের কথা তুলে ধরেছেন এবং সাংস্কৃতিকভাবে তাঁদের মিলনকে চিত্রিত করেছেন। আবদুর রহিম রচিত 'গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী' এই কাব্যের কথা বলতে হয়। অপরদিকে হিন্দু সাহিত্যিকরাও সত্যনারায়ণকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন যে কাব্যের মধ্যেও উভয়সম্প্রদায়ের কথা

এসেছে, যেমন- শ্রীকবিবল্লভ রচিত 'সত্যনারায়ণের পুথি'। সত্যপীর ছাড়াও গাজি পীর, কালু পীরের কাহিনি নিয়ে কাব্য লিখেছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। সবসময় যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলনের চিত্র ফুটে উঠেছে এমন নয়। ক্ষমতার শীর্ষে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে দুই পক্ষই কখনও কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। গাজি পীরের সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ, পরবর্তীতে পীরের কাছে বশ্যতা স্বীকার মধ্য দিয়ে সখ্যতা গড়ে ওঠা এই চিত্রও আমাদের সামনে আসে। আমরা 'গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী' এই কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের মিত্রতার চিত্র দেখি। গাজি পীর ও চাম্পার প্রেমের সার্থকতা ধর্মীয় বিভেদ ভুলিয়ে দেয়। আমরা কেচ্ছা বা কিসসা সাহিত্যে দেখি মুসলমান সাহিত্যকরা আরব-পারস্যের কাহিনিকে নিয়ে যেমন কাব্য রচনা করেছেন অন্যদিকে দেশীয় কাহিনির প্রভাবও পড়েছে। পীরদের কাহিনি নিয়েও কেচ্ছা রচিত হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কেচ্ছায় কাহিনির মধ্যে কাহিনির সমাবেশ লক্ষ করার মতো। ফলে সব মিলিয়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় সর্বধর্মের বিষয় যেমন এসেছে অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের কথাও ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়: দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির নানাদিক (নির্বাচিত সাহিত্য)

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য আমরা আলোচনা করেছি সেই সাহিত্যের মধ্যে যে সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। একদম সাধারণ জনজীবনের সংস্কৃতির দিকগুলিকে আমরা চিনে নিতে চেষ্টা করেছি সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজের যে সংস্কৃতি তার কথাও এসেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে। সংস্কৃতির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে ছবি তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। শাশুড়ী ও ননদ প্রসঙ্গ, পতিসেবা, নারীর গর্ভধারণ, নারীর ঋতুস্রাব, নারীর সাজসজ্জা, সতিন প্রসঙ্গ, বিনোদন ইত্যাদি এইরকম বহু চিত্র সংস্কৃতিকেই বহন করে। মুসলমান লেখকদের রচনাকর্মের মধ্য দিয়ে একটি জাতির (ইসলাম) নিজস্ব সংস্কৃতিকে যেমন বুঝে নিতে চেয়েছি অপরপক্ষে সাধারণ জনজীবনের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবিও ফুটে ওঠে। আসলে আমরা সংস্কৃতির আলোচনার

ভিতর দিয়ে গোটা বঙ্গদেশের সমাজজীবনে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দিকগুলিকেও চিনে নিতে চেয়েছি। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্মে শুধুমাত্র নিজেদের ধর্মীয় জীবনের কথা এসেছে এমন নয় সামাজিক পরিমণ্ডলে একই সূত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রসঙ্গকেও নিজেদের কাব্যে স্থান দিয়েছেন। মুসলমান সংস্কৃতি কি আলাদা করে নিজেদের জায়গা তৈরি করতে পেরেছে? এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দেয়। কিন্তু গবেষণার আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই বার্তা যেমন এসেছে তার চেয়েও সামাজিকভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে পারস্পরিক সাংস্কৃতিকভাবে কতটা আলিঙ্গনে বদ্ধ তাও পরিস্ফুট করে। তাই মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের মধ্যে শুধুমাত্র একক সংস্কৃতির কথা উঠে আসে না বরং সমন্বয়ের বার্তা বহন করে এই সংস্কৃতির আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: সুফি সাধনার প্রভাব

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন যেমন নতুন সংস্কৃতির ধারাকে বয়ে আনে এর সঙ্গে সুফি সংস্কৃতিও ভারতবর্ষ তথা বাংলার মাটিতে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে সুফি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুফিরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর ইসলামীয় জীবন দর্শনে যেমন জড়িয়ে গেছে পাশাপাশি হিন্দু জনমানসেও সুফি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুফিতত্ত্ব সাহিত্যে কিভাবে এসেছে এবং মুসলমান সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনায় এর কতটা ছাপ রেখে গেছেন সবই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুফিভাবনার মধ্য দিয়েও হিন্দু-মুসলিম উভয়সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিকগত দিক দিয়ে মিলনের পথ তৈরি হয়ে যায়। এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যগুলিতে সুফিভাবের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি কাব্যের বিষয়বস্তু বর্ণনার মধ্যে সুফি মতবাদ বেশ স্পষ্ট হয়েছে। নায়িকাকে (প্রেমিকা) পেতে প্রেমিক পুরুষের যোগীরূপ ধারণ হিন্দু যোগীর ধারণাকে ব্যক্ত করে। সুফি আলোচনার প্রসঙ্গে 'আশুক-মাশুক' তত্ত্বের দিকটিও উঠে আসে। তাই আমরা একথা আরও বলতে পারি মুসলমান সাহিত্যিকের রচনায় শুধুমাত্র মুসলমান সংস্কৃতির পরিচয়

পায় না বরং সেইসঙ্গে আমরা হিন্দু সংস্কৃতির বহু ধারণা পাই। আবার কোথাও গিয়ে আমাদের মনে হয় এ যেন আলাদা কোনও ঘরানার সংস্কৃতি নয়, হিন্দু-মুসলিম উভয়যোগে তৈরি হওয়া এক মিশ্র-সংস্কৃতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য

গবেষণা অভিসন্দর্ভের একদম শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা ভাষাগত বিশ্লেষণের দিকটিকে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় ভাষাগত সমস্যা কেন দেখা দিয়েছিল? সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা জেনেছি। মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত সাহিত্যে 'দোভাষী ভাষা' প্রয়োগ করেন। ভাষাগত নানারকম স্বাতন্ত্র্যের কথা মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা পেয়ে থাকি। সামাজিকভাবে মুসলমানরা তাঁদের লেখায় ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত থেকেছেন একই সঙ্গে স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনধারায় আরবি-ফারসির প্রভাবে আত্মীয়তা বা সম্বোধনের ভাষাতেও আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি প্রভৃতি ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। মূলত কেচ্ছা সাহিত্যে সাধারণ জনজীবনে নারীর একধরনের মুখের ভাষা আমরা পেয়ে থাকি, নারীর পতিনিন্দা, নারীর বেদনা, নারীর দুঃখপ্রকাশ, স্বামীর জন্য আর্তনাদ, পুত্রশোক ইত্যাদিতে একদম নিজেদের মতো করে সাবলীর ভাষার প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত সাহিত্যে শব্দ ব্যবহারে বানানের যে রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তার মধ্য দিয়েও তাঁদের নিজস্ব একধরনের লেখার স্টাইল বজায় রেখেছেন। মধ্যযুগের এই কাব্যগুলি বেশিরভাগই কোনও না কোনোভাবে গল্পের ছলে রাজসভায় পঠিত হত অথবা লোকমুখে প্রচলিত ছিল, তাঁদের মুখের ভাষা কাব্যে স্থান পেয়েছে। এছাড়া যাঁরা লিপিকর ছিলেন তাঁরা মুখে মুখে যা শুনেছেন সেইভাবেই পুথি রচনা করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় 'এছলামি বাংলা' এই ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার দিকটিও স্পষ্ট।

উপসংহার:

বাংলা সাহিত্যের যে গতানুগতিক ধারা দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল, সেই বহমানতাকে স্বীকার করে মধ্যযুগের সময়পর্বে এসে বিশেষকরে মুসলমান সাহিত্যিকরা যখন কলম ধরেছেন তখন বাংলা সাহিত্যে এক অন্যমাত্রা উঠে এসেছে। সাহিত্যের গতি ঠিক তার পথ খোঁজে, তেমনই ভারতবর্ষ তথা বাংলায় মুসলমান শক্তির অভ্যুত্থান গোটা বঙ্গদেশের চালচিত্রকে পাল্টে দেয়, জনমানসে দোলা দেয় সংস্কৃতি ও ভাষার নতুন নতুন সম্ভার। গোটা মুসলমান জনজাতির জীবনধারার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে থাকে অন্যান্য জাতির টিকে থাকার লড়াই। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিনিক্ষেপ যতটা কার্যকর তার চেয়েও বেশি মনকর্ষক সাহিত্য আলোচনার বিষয়টি। আসলে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয়ের কথা মনে রেখেই আমাদের আলোচনা। আমরা মূলত এই গবেষণায় মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যকর্ম এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যের ভাষা ও সংস্কৃতির দিকগুলি আলোচনা করেছি। আসলে সাহিত্যিকদের কাজই হল তাঁদের মনোজগতে রঙ চড়িয়ে নতুন নতুন বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা, যেখানে শুধুমাত্র অনুবাদ-অনুকরণ নয়, নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা বেশ খানিকটা টিকে থাকে। মধ্যযুগে মুসলমান সাহিত্যিকরা যে সময় থেকেই রচনাকর্মে নিয়োজিত হতে শুরু করেছেন তখন থেকেই তাঁদের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষের ছবি চিত্রপটে গেঁথে থেকেছে। এই দেশে মুসলমান জনজাতির প্রবেশ এবং প্রতিনিয়ত নিজেদের টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের সাথে যুক্ত থেকেছে তাঁরা। সামজিকভাবে মুসলমান জাতি নিজেদের আলাদা পরিমণ্ডল তৈরি করলেও আদতেও তাঁরা বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। পাশাপাশি সহাবস্থানে হিন্দু জন-জীবনের সঙ্গে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন সর্বদাই। যাঁরা সমাজের গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলিম তাঁদের কথা বাদই রাখলাম। তবে বেশিরভাগ অঞ্চলের মানুষের উদারনৈতিক সমঝোতা দুই গোষ্ঠীর বা জাতির মানুষকে সাংস্কৃতিকভাবে বদ্ধ করেছে। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা এই দুই জনজাতির (হিন্দু-মুসলিম) জীবনের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, খাদ্যাভাস, বসন-অংলকার প্রভৃতির পাশাপাশি তাঁদের পারস্পরিক

সহযোগিতা বা সহমর্মিতার অবস্থান কতদূর তা আমরা লক্ষ করেছি। আসলে ‘সংস্কৃতি’র মধ্য দিয়েই জাতির ইতিহাস নির্মিত হয়। আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেমন কিছু সংস্কৃতির ছাপ দেখি পক্ষান্তরে ব্যক্তিমানসেও সংস্কৃতির আলাদা স্বরূপ চিহ্নিত হয়। মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্মে ইসলাম জাতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির (মুসলিম/ইসলামীয় সংস্কৃতি) কথা যেমন তুলে এনেছেন পাশাপাশি ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বসবাস করে সংস্কৃতির সামগ্রিকতার চিত্রকেও নির্মাণ করেছেন।

সংস্কৃতির বিচারে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ-শিখ ধর্মকে কেন্দ্র করে যে ভাগ করার প্রথা প্রচলিত আছে তা একটি সংস্কৃতির পূর্ণরূপকে খণ্ডিত রূপে দেখার প্রবণতা। নামকরণের ক্ষেত্রে প্রথানুসারী ধারণাটিকে গবেষণার শিরোনামে ব্যবহার করা হলেও আসলে সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাসে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে তা অনুসন্ধান করে দেখাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। যখন হিন্দু, ইসলামি ইত্যাদি সংস্কৃতি বলছি তখন সংস্কৃতির ধারণা খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। একটা অংশের প্রবণতাকে বুঝতে খণ্ডিত করি আমরা। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে। এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ধারা ইসলামি সংস্কৃতি। মুসলমান বিজয়ের পর ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। প্রথম পর্বে ছিল হিন্দু সংস্কৃতি, পরে ইসলামি সংস্কৃতির ধারা এসে মেশে। ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ, বহু ধর্ম-বর্ণের মানুষের বাস। মুসলমান আক্রমণের আগে গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি যে সমস্ত বিদেশি জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তাঁরা ভারতে দীর্ঘ সময় বসবাস করে গেছেন। তাঁরা সকলেই এদেশের লোকজনের সঙ্গে এমনভাবে মিশেছেন যে কোনও পৃথক সত্ত্বা চোখে পড়েনি। মধ্য এশিয়া, আরব, পারস্য দেশ থেকে মুসলমানরা ভারতে এসেছিল শাসন করতে, এরাও ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কৃতিতে লীন হয়ে যায়। এই ভারতীয় সংস্কৃতির বড় লক্ষণ ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে বাংলায় সমন্বয়ধর্মিতা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেখা গেছে। এই সমন্বয়ধর্মিতাই একসূত্রে সকল ভারতবাসীকে বেঁধে

রেখেছে যুগ যুগ ধরে। বাংলার নিজস্ব যে ধর্মবোধটি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একাকার হয়ে গেছে তা হল মানবধর্ম।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি যখন বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তখন রাজধানী দিল্লির সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ঘটাতে জৌনপুর এগিয়ে আসে। কিন্তু জৌনপুরের অবক্ষয়ের পর দিল্লির কর্তৃত্ব বাংলার উপর প্রবল আকার ধারণ করে। বাংলার রাজধানী গৌড়, রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদের সাথে দিল্লির যোগাযোগ গঙ্গা নদীর জলপথে সুগম হয়। এই সুবিধার জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের হিন্দি ভাষাভাষী লোকজনের সঙ্গে বাংলার মেলবন্ধন তৈরি হয়। অন্যদিকে আরব দেশের সঙ্গে পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল বহুকালের। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের কথা আমরা বলতে পারি। আরব বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে এক মুসলমান উপনিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ব বাংলার অঞ্চলগুলির সঙ্গে মুসলিম শাসনের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। চেঙ্গিস খানের মধ্য এশিয়া আক্রমণের পর সেখানকার শিক্ষিত মুসলমানগণ ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। মুসলিম অভিযানের ফলে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটেছিল এবং তারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস গড়ে তোলে। এরই মধ্যে সুফিরা ভারতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে একটা জায়গা দখল করে। সুফি মতাবলম্বীরা ইসলামধর্মকে অবলম্বন করে ভারতীয়দের মনে এক বিরাট জায়গা দখল করে হিন্দু তান্ত্রিক যে সাধনতত্ত্বের কথা বলে মুসলমান সুফিরাও এই সাধনায় আস্থা রাখে। ভারতীয় যোগদর্শন এবং সুফিতত্ত্ব মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ফলে সব মিলিয়ে বাংলায় তথা গোটা ভারতে এক মিশ্র-ভাবধারার উন্মেষ ঘটেছিল। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী এই সময়ে বাংলা সাহিত্য ও সমাজে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায়গত বিভেদ যেমন এসেছে অপরপক্ষে মিলনের চিত্রও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমস্ত মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবির ও বাঙালি হিন্দু কবির রচনার মধ্যে একধরনের আত্মীয়তা লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের মুসলমান কবির রচনার ভিতর যে সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পেতে চেয়েছি, তা

বর্হিভারত থেকে আগত সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষের ভিতরে নানা সংস্কৃতির মিলিত রূপ যা মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় বহন করেছে। মধ্যযুগের মুসলমান কবি রচিত সাহিত্যগুলি বিশ্লেষণ করে সংস্কৃতির বিভিন্নদিক আলোচনা করাই মূল লক্ষ। "বিবিধের মাঝে মিলন মহান" রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ভারতবর্ষ সম্পর্কিত যে চিন্তা আমরা পাই সেখানে সর্বত্রই তিনি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে এক মিলিত সংস্কৃতির কথা বলেছেন। এই মিলিত সংস্কৃতির মধ্যে নানা যুগে নানা সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁদের নানারকম সংস্কৃতি এবং আচার আচরণ নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। শক, হূণ, মোগল, পাঠান ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্যের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে গেছে। আর সেই কারণেই বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব যেভাবে পড়ার কথা সেভাবে পড়েনি। সমস্ত সংস্কৃতির মূল সুরটি ভারতবর্ষ নিজের বলে গ্রহণ করেছে এবং ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে তা চিরন্তন সত্যে আবদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষের যে প্রাণসত্তার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তা তাঁর নানা প্রবন্ধে, কবিতায় এবং 'গোরা' উপন্যাসের ভিতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত চিন্তা বিশ্বের মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে একই আত্মীয়তারসূত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি অনেকেই ভারতবর্ষের সাধনায় বুঁদ থেকেছেন। অনেকেই সংস্কৃতির সংরক্ষণের কথাও ভেবেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মর্মবাণী আমাদের স্মরণে আসে ভারতীয় সমাজের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক, সমস্ত সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ যেখানে অবাধে ঘটবে। কাজী আবদুল ওদুদ সংস্কৃতির প্রসঙ্গে বলেছেন বাংলায় বসবাসকারী মুসলমান ও হিন্দু এই দুই জাতি ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন আর কিছু নয় সেইক্ষেত্রে এঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই আসবে। মধ্যযুগের ইসলামি সাহিত্যের ভিতরে যে সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পেতে চেয়েছি তা বর্হিভারত থেকে আগত সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষের ভিতরে নানাযুগের নানা সংস্কৃতির মিলিতরূপ যা একটি মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সেখানে কোনটি ভারতীয় এবং ভারতীয় নয় তা নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে মুসলমান সমাজের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির দিকগুলিকে আলোচনা করাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের

মূল পরিধির জায়গা। সেই প্রসঙ্গ ধরে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত তাঁদের কাব্যে মুসলমান সমাজের নানাবিধ সংস্কৃতির কথা জানতে পারি কিন্তু সেই সংস্কৃতির সবটাই বিচার করা হয়েছে এই ভারতীয় সংস্কৃতিকে সামনে রেখে। তাছাড়া মুখের ভাষার অনেক পরিবর্তন লক্ষ করার মতো। তাঁদের কথা বলার স্টাইল এবং উচ্চারিত কথার মধ্যে আরবির প্রভাব, এটাও ভারতবর্ষে বসবাসকারী বহুজাতির মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যকদের অবস্থান, তাঁদের রচিত সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ও ভাষার যে অনন্যমাত্রাকে আমরা এই গবেষণার ভিতর থেকে খুঁজে নিতে চেয়েছি তা অনবদ্য মাত্রায় উঠে আসে। আসলে 'মুসলমান সাহিত্যিক' এই পরিচয়ের কথা উঠে আসলেই অনেক সমালোচনার দাবী রাখে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের আলাদা করে সাহিত্য রচনার প্রয়াস কেন দিল? সেই ইতিহাসও আমাদের জানা প্রয়োজন। শুধুই কি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সাহিত্য বিবেচ্য? গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচনার মধ্য দিয়ে যে তথ্য উঠে আসে তাতে মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর নিজেদের সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে হিন্দুদের সঙ্গে সখ্যতাও গড়ে তোলে। কখনও সামজিকক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভূ ক্ষমতার চেষ্টায় লড়াই এ সামিল হলেও শেষপর্যন্ত মিলনের পরিসর তৈরি করেছে। আসলে আমরা এই গবেষণার ভিতর দিয়ে বঙ্গদেশে হিন্দু- মুসলিম সম্পর্কের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চিত্রকে যেমন তুলে এনেছি সেই সঙ্গে মিশ্র-সংস্কৃতির যে বহমানতা তাকেও বুঝে নিয়েছি। ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতির মতোই মুসলমানরাও এদেশের সংস্কৃতিতে মিশে গেছেন একথা যেমন সত্য অপরদিকে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকেও বয়ে নিয়ে চলেছেন। আসলে ভারতবর্ষে বসবাসকারী মুসলমানরা এদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জনজাতির যে চিত্র গোটা বাংলায় নির্মাণ হয়েছিল সেই সময়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের পক্ষে এর চেয়ে আরও সমাদৃত সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

ধ্রুপদি সংস্কৃতির ধারায় সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণের দিকটি যেমন আমরা করেছি ঠিক সেইভাবেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিতর দিয়েও আর একটি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যে সংস্কৃতি আসলে মাটির কাছাকাছি মানুষের লোককেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে মূলত সর্বদাই লৌকিক কাহিনিই কাব্যের উপজীব্য হয়েছে। ফলে সমাজজীবনে লৌকিক সংস্কৃতির দিকগুলি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। প্রতিটি চরিত্র লোকজীবনের কথা বলে। লোকজীবনের একদম মাটির কাছাকাছি মানুষের অভিব্যক্তি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। নির্বাচিত কাব্যগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানবরসে পর্যবসিত একথা বলা যেতেই পারে। প্রতিটি কাব্য রচনায় রাজসভার বর্ণনা, প্রাসাদের কারুকার্য, স্থাপত্য-কার্যের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যেমন একধরনের সংস্কৃতিকে তুলে এনেছেন পাশাপাশি চরিত্রগুলোর মধ্যে সাধারণ লোকজীবনের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরেছেন যা আর এক সংস্কৃতিকে বহন করে। ফলে সংস্কৃতির সংজ্ঞা চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকেই শুধুমাত্র বোঝায় না, একদম তৃণমূলস্তরের মানুষের জীবনধারণের কথা, তাঁদের আচার-সংস্কার, পোশাক, বাসস্থান, খাদ্যাভাস, বিনোদনের বিষয়ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছি এবং তারই পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে এই দিকগুলি বর্ণনা করাই মূল উদ্দেশ্য থেকেছে। এছাড়া মুসলমান সংস্কৃতির পাশাপাশি হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেখা। উভয়সম্প্রদায় (হিন্দু-মুসলিম) সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কতটা উন্মুক্ত? মুসলমান সাহিত্যিকরা কতটা হিন্দু সংস্কৃতিকে আঁকড়ে নিজেদের সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত থেকেছেন। এছাড়াও বলা যায় বঙ্গদেশের সামাজিক ক্ষেত্রভূমিতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি কতটা নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে তা উল্লিখিত সময়ের সাহিত্যগুলির মধ্যে উঠে এসেছে।

মুসলমানরা এদেশে বসবাস করেও নিজেদের সমস্ত উৎসব আনন্দে যেমন মেতে থেকেছে অন্যদিকে হিন্দু উৎসবেও যোগদান করেছে। আজও বেশকিছু জায়গায় হিন্দু-মুসলমান উভয়-জাতিই পীরের সেবায় নিয়োজিত থেকেছে। রক্ষণশীলতাকে বাদ

দিয়েও হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র-সংস্কৃতির চিত্র আমাদের সামনে পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান সাহিত্যকদের যে রচনার কথা আমরা জেনেছি সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একক সংস্কৃতিকে ভুলে বহুমাত্রিক সংস্কৃতির ধারাকে বুঝে নিতে চেয়েছি এটাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনার জায়গা। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত আরও অনেক সাহিত্য অনালোচিত থেকে গেছে পরবর্তী গবেষক, সাহিত্যিকদের এই আলোচনায় অগ্রসর হয়ে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে সঠিকভাবে 'মুসলমান সাহিত্যিক'দের অবস্থান বুঝে নিতে হবে। আশা রাখি এই আলোচনা উত্তরোত্তর বহনকারী পাঠক সমাজে আলোর দিশারি পেতে সাহায্য জোগাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

(MLA 8th Edition ফরম্যাট এবং নামের ক্রমতালিকা অনুযায়ী গ্রন্থপঞ্জি করা হয়েছে, বাংলা গ্রন্থের শেষে একদাঁড়ি (।) এবং ইংরেজি গ্রন্থের শেষে ফুলস্টপ (.) ব্যবহৃত হয়েছে।)

আকর গ্রন্থ (বাংলা): (মূল বানান অপরিবর্তিত আছে)

আবেদীন. জয়নাল, 'ছহি আবুসামা', কলিকাতা, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৩।

আলাওল. 'পদ্মাবতী (দ্বিতীয় খণ্ড)', দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

আলী. মুন্সী মোয়াজ্জম, 'আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী', ঢাকা, চুড়িহাট্টা, হামিদিয়া প্রেস, ১৯৪৫।

আহাম্মদ. শ্রীমনিরদ্দিন, 'কালন্নবি', কলিকাতা, নুরিয়া প্রেস, ১২৯১।

ওয়াহাব. আবদুল, 'ছহি বড় ছায়েত নামা', কলকাতা, জি.কে.প্রকাশনী, ১৪১৭।

কাজি. দৌলত, 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না', দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, জুন ২০১২।

খান্. দৌলত উজীর বাহ্রাম (১৫৪৫-১৫৫৩), 'লায়লী-মজনু', আহমদ শরীফ (সম্পা.), ঢাকা, বাঙ্লা-একাডেমী, জুন ১৯৫৭।

জলিল মুহম্মদ. আবদুল, (সম্পা.), 'শাহ গরীবুল্লাহ্ ও জঙ্গনামা', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৯১।

জায়সী ও আলাওল. 'পদ্মাবতী (প্রথম খণ্ড)', দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট ২০০৯।

ভুইঞা. মৌলবী হাজী আবদুল মজিদ, 'ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা', কলিকাতা, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট হবিবী প্রেস, ১৩৩৯।

মুন্সী শাহ. গরীবুল্লাহ, ‘ইউছফ জোলেখা বা মোহাব্বাতনামা’, ঢাকা, চকবাজার, আলিমি লাইব্রেরী, ১৩৬৯।

মুনসী মোহম্মদ. ইউনুছ, ‘আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি’, ঢাকা, চকবাজার, আলিমি লাইব্রেরী, ১৩৭০।

মুন্‌শী. মহাম্মদ, ‘বড় নিজাম পাগলার কেচ্ছা’, কলিকাতা, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ওসমানিয়া প্রেস, ১৩২৩।

মোহাম্মদ. খাতের, ‘বোন বিবী জহুরা নামা নারায়নীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা’, কলকাতা, জি. কে. প্রকাশনী, ১৪১৬।

রহিম. আবদুর, ‘গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী’, ঢাকা, ময়মনসিংহ, আজিমী প্রেস, ১৯১৯।

শকুর. মুন্সী আবদুশ্‌ (ওরফে মানিক মিঞা), ‘ছহী গুলে বকাওলী’, কলিকাতা, হবিবি প্রেস, মেছুওয়াবাজার স্ট্রীট, ১৩২৭।

শাহ মুহম্মদ. সগীর, ‘ইউসুফ-জোলেখা’, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, মে ১৯৮৪।

শ্রীকবিবল্লভ. ‘সত্যনারায়ণের পুথি’, মুন্সী আব্দুল করিম (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২।

শেখ. কামরুদ্দিন, ‘ছহি নেক বিবির কেচ্ছা’, কলকাতা, মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৪০৯।

শেখ. ওমরদ্দীন, ‘খয়রল হাসার’ কলিকাতা, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, অগ্রহায়ন ১৪১০।

সরকার. এনাতুল্লাহ, ‘ফকির বিলাস ও মারফতি সওয়াল জওয়াব’, কলকাতা, জি.কে. প্রকাশনী, ১৪০৩।

সেখ. কমরুদ্দিন, ‘খায়রল হাশার’, কলকাতা, জি.কে.প্রকাশনী, ইসলামিয়া লাইব্রেরী।

হাকিম মোহাম্মদ. মোয়জ্জম, ‘ছহী তেলেছমাত ছোলেমানী বা আজায়েব ছোলেমানীর দ্বিতীয়ভাগ’, কলিকাতা, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৩ সাল।

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা):

আনিসুজ্জামান, ‘স্বরূপের সন্ধানে’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৯।

আনিসুজ্জামান, ‘মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)’, ঢাকা, চারুলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

আনিসুজ্জামান, ‘মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০)’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৬৯।

আমেদ. আফসার, ‘মুসলমান সমাজ: নানাদিক’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৪।

আলী. আহমদ (সংকলিত), ‘বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

আহমদ. ওয়াকিল, ‘উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (প্রথম খণ্ড), নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩।

আহমদ. ওয়াকিল, ‘উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (দ্বিতীয় খণ্ড)’, নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩।

আহমদ. ওয়াকিল, ‘বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০)’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

আহমদ. ওয়াকিল, ‘বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, ঢাকা, বইপত্র, আগস্ট ২০১৬।

আহমদ. ওয়াকিল, ‘বাংলার সুফি পির-দরবেশ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য’, ঢাকা, গতিধারা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

আহমদ. ওয়াকিল, ‘বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান’, ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, জুলাই ২০১২।

ইসলাম. সা’আদুল, ‘বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ’, কলকাতা, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, জুন ২০১০।

এমরান. সৈয়দ শাহ, ‘ইসলামী পরিভাষা’, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০১৯।

ওদুদ. কাজী আবদুল, ‘শাশ্বতবঙ্গ’, কলিকাতা, সিগনেট বুকশপ, ১৩৫৮।

ওদুদ. কাজী আবদুল, ‘শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ’, বরেন্দু মণ্ডল (সংকলন ও সম্পাদনা), বাংলাদেশ, কথাপ্রকাশ, ২০১৮।

কবির. আহমদ, ‘আহমদ শরীফ রচনাবলী (প্রথম)’, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১০।

কামরুজ্জামান, ‘বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আরবি ফারসি চর্চা’, কলকাতা, এডুকেশন ফোরাম, ডিসেম্বর ২০১৬।

করিম. আবদুল, ‘ইসলামের ইতিহাস পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন (প্রাচীন সভ্যতা থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)’, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০।

করিম. আবদুল, ‘বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)’, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

করিম. শ্রীআবদুল (সঙ্কলিত), ‘বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ১৩২০।

কোসাম্বি. দামোদর ধর্মানন্দ, ‘ভারত-ইতিহাস চর্চার ভূমিকা’, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০২।

ক্ষেমানন্দ. কেতকাদাস, ‘মনসামঙ্গল’, ভট্টাচার্য শ্রীবিজনবিহারী (সংকলন ও সম্পাদনা), নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫।

গনী. ওস্‌মান, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি’, কলকাতা, রত্নাবলী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

গোস্বামী. মদনমোহন (সংকলন ও সম্পাদনা), ‘ভারতচন্দ্র’, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৬।

ঘোষ. কবিতা, ‘সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪।

ঘোষ. মণীন্দ্রকুমার, ‘বাংলা বানান’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, শ্রাবণ ১৪২০।

চক্রবর্তী. উদয়কুমার ও নীলিমা চক্রবর্তী, ‘ভাষাবিজ্ঞান’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৫।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ‘বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৪।

চক্রবর্তী. উদয়কুমার, ‘নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ’, কলকাতা, ইন্দাস, ডিসেম্বর ২০০৬।

চক্রবর্তী. উদয়কুমার, ‘বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ’, কলকাতা, অরিন্দম পাবলিকেশন, মার্চ ২০১৩।

চক্রবর্তী. বরুণকুমার, ‘গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৩।

চট্টোপাধ্যায়. কুন্তল, ‘সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০৯।

চট্টোপাধ্যায়. জীবনান্দ, ‘বটতলার ভোরবেলা’, কলকাতা, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।

চট্টোপাধ্যায়. মুনমুন, ‘মৈমনসিংহ-গীতিকা: পুনর্বিচার’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

চট্টোপাধ্যায়. শ্রীসুনীতিকুমার, ‘বাঙ্গালীর সংস্কৃতি’, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, ২০০৫।

চট্টোপাধ্যায়. শ্রীসুনীতিকুমার, ‘সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস’, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, জানুয়ারী ২০০৩।

চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, ‘ভারত সংস্কৃতি’, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৯।

চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, ‘বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা’, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯৬।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ‘ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’, নতুন দিল্লী, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড, আগস্ট ২০১৬।

চট্টোপাধ্যায়. হীরেন, ‘সাহিত্য প্রকরণ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১৩।

চৌধুরী. আবুল আহসান (সম্পা.), ‘আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ঐতিহ্য-অন্বেষার প্রাজ্ঞ পুরুষ’, ঢাকা, শোভা প্রকাশ, ২০১১।

ছফা. আহমদ, ‘বাঙালি মুসলমানের মন’, ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৭।

জওহর. মোবারক করীম, ‘ভারতের সুফি (১ম খণ্ড)’, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ ১৪১৯।

তরফদার. মমতাজুর রহমান, ‘বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি’, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

দত্ত. মিলন, ‘চলিত ইসলামি শব্দকোষ’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১।

দাশ. নির্মল, ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১০।

দাশ. নির্মল, ‘লোকভাষা থেকে ভাষাবিজ্ঞান’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১০।

দাশ. শিশিরকুমার, ‘ভাষা জিজ্ঞাসা’, কলকাতা, প্যাপিরাস, অগ্রহায়ণ ১৪২৪।

দাশ. শিশিরকুমার, ‘সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী’, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০০৩।

দাশগুপ্ত. কল্যাণকুমার, ‘ইতিহাস ও সংস্কৃতি’, কলকাতা, সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী, ১৯৬০।

দাস. গিরীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা’, বারাসাত, শেহিদ লাইব্রেরী, এপ্রিল ১৯৭৬।

দাস. শশাঙ্কশেখর, ‘বনবিবি’, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র’, মার্চ ২০০৪।

দে. অমলেন্দু, ‘সমাজ ও সংস্কৃতি’, কলিকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৮১।

নীলিমা. পৃথ্বিলা নাজনীন (সম্পা.), ‘আহমদ শরীফ রচনাবলী (পঞ্চম)’, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩।

পন্ডিত. রামাই, ‘শূন্যপুরাণ’, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, মাঘ ১৩১৪।

বসু. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, কলিকাতা, দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৭৮।

বসু চক্রবর্তী. আবীরা (অনুবাদ), ‘ভারতবর্ষঃ ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্য ধারণা’, নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১৭।

ব্রহ্ম. তৃপ্তি, 'বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি', কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম (প্রাঃ) লিঃ, ১৩৯২।

ব্রহ্ম. তৃপ্তি, 'লোকজীবনে বাংলার লৌকিক ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মীয়মেলা', কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. এম (প্রাঃ লিঃ), ১৩৯২।

বন্দ্যোপাধ্যায়. অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯-২০১০।

বন্দ্যোপাধ্যায়. ব্রজেন্দ্রনাথ, 'বাংলা সাময়িক-পত্র (অখণ্ড)', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়. ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দুখণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ), কলিকাতা, ১৩৫৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়. শ্রীশ্রীকুমার, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', কলিকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়. সুরভি, 'গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০০৫।

বিশ্বাস. অচিন্ত্য, 'বাংলা পুথির কথা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৩।

বিশ্বাস. অদ্রিশ ও অনিল আচার্য (সম্পা.), 'বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)', কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩।

বিশ্বাস. সুকুমার (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়-১', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৯৫।

ভট্টাচার্য. অতীন, 'উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান মনন: স্বঅন্বেষণ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২২।

ভট্টাচার্য. অমিত্রসূদন (সম্পা.), 'বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১।

ভট্টাচার্য. আনন্দ, 'বাংলায় সুফি আন্দোলন', কলকাতা, আকাশপ্রদীপ, ২০১২।

ভট্টাচার্য. শ্রীসত্যনারায়ণ (সম্পা.), ‘কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী’, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

ভট্টাচার্য. যতীন্দ্রমোহন, ‘বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি’, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

ভট্টাচার্য. শান্তিরঞ্জন, ‘উর্দুপ্রেমী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়’, কলিকাতা, অতিথি, জুলাই ১৯৮৬।

ভট্টাচার্য. সুভাষ, ‘বাঙালির ভাষা’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৪।

ভদ্র. গৌতম, ‘ন্যাড়া বটতলায় যায় ক’বার?’, কলকাতা, ছাতিম বুকস, জুন ২০১১।

ভৌমিক. সুহৃদকুমার, ‘শব্দ ও বানান’, কলকাতা, মনফকিরা, জানুয়ারি ২০১৮।

মজুমদার. পরেশচন্দ্র, ‘বাঙলা বানান বিধি’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, মে ২০১৪।

মণ্ডল. শ্রীপঞ্চানন (সম্পা.), ‘পুঁথি-পরিচয় (দ্বিতীয় খণ্ড)’, বীরভূম, শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন প্রেস, মার্চ ১৯৫৮।

মণ্ডল. শ্রীপঞ্চানন (সম্পা.), ‘পুঁথি-পরিচয় (তৃতীয় খণ্ড)’, বীরভূম, শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন প্রেস, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

মণ্ডল. শ্রীপঞ্চানন (সম্পা.), ‘পুঁথি-পরিচয় (চতুর্থ খণ্ড)’, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, ফেব্রুয়ারী ১৯৮০।

মণ্ডল. সুজিতকুমার (সম্পা.), ‘বনবিবির পালা’, কলকাতা, গাঙচিল, মার্চ ২০১০।

মুখোপাধ্যায়. সুখময় (সম্পা.), ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’, কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৮২।

মল্লিক. শ্রীকল্যাণ, নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী’, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৬।

মাধব. দ্বিজ, ‘মঙ্গলচন্ডীর গীত’, শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

মুকন্দ. কবিকঙ্কণ, ‘চন্ডীমঙ্গল’, সুকুমার সেন (সম্পা.), নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩।

মুরশিদ. গোলাম, ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’, ঢাকা, অবসর, ২০০৬।

মুহম্মদ. এনামুল হক ও আবদুল করিম (সম্পা.), ‘আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য [খ্রীষ্টীয় ১৬০০-১৭০০অব্দ]’, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৫।

মুহম্মদ. শহীদুল্লাহ, ‘বাংলা সাহিত্যের ধারা’, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।

মুহম্মদ. শহীদুল্লাহ, ‘বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড-মধ্যযুগ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৭।

মুহম্মদ. শহীদুল্লাহ, ‘বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত’, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, মে ২০১৪।

মুহাম্মদ আদমুদ্দীন. আবুল কাসিম, ‘পুথি সাহিত্যের ইতিহাস’ ঢাকা, পুরানা পল্টন, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৬৯।

মৈত্রেয়. অক্ষয়কুমার, ‘গৌড়ের কথা’, দীনেশচন্দ্র সরকারের ভূমিকা সংবলিত, কলকাতা, সাহিত্যলোক, বৈশাখ ১৩৯০।

মোহাম্মদ যাকারিয়া. আবুল কালাম (সম্পা.), ‘বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান’, কলকাতা, সারস্বতকুঞ্জ, ১৯৯২।

মৌলিক. শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (তৃতীয় খণ্ড)’, কলিকাতা, ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ১৯৭১।

রশিদ. মোহাম্মদ হারুন (সম্পাদনা ও সংকলন), ‘বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মে ২০১৫।

রহমান. হাবিব, ‘বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’, কলকাতা, মিত্রম, ২০০৯।

রহিম. মুহম্মদ আবদুর, ‘বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

রায়. অসীম, ‘ইসলাম ও বাঙালী মুসলমান’ কলকাতা রেডিয়্যান্স, ২০১৫।

রায়. নীহাররঞ্জন, ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব (১ম পর্ব)’, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০।

রায়. নীহাররঞ্জন, ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব (২য় খণ্ড)’, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০।

রায়. নীহাররঞ্জন, ‘কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি’, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯।

রায়. শ্রীব্রজসুন্দর, ‘ইসলাম গৌরব’, কলিকাতা, সাধারণ ব্রহ্মসমাজ, ১৩৫০।

শ. ডঃ রামেশ্বর, ‘সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, অগ্রহায়ণ ১৪০৩।

শর্মা. উমেশ, ‘মুসলিম লোকগান মুর্শিয়া’, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

শরীফ. আহমদ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

শরীফ. আহমদ, ‘বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)’, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন, ২০১৩।

শরীফ. আহমদ (সম্পা.), ‘মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৌষ ১৩৬৯।

শরীফ. আহমদ, ‘মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ’, ঢাকা, সময় প্রকাশন, নভেম্বর ২০০০।

শরীফ. আহমদ, ‘বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব’, ঢাকা, অনন্যা, আগস্ট ২০১২।

শরীফ. আহমদ, ‘মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রন্থ-ভূমিকা (প্রথম খণ্ড)’, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, শোভা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

শরীফ. আহমদ, ‘মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রন্থ-ভূমিকা (দ্বিতীয় খণ্ড)’, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, শোভা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

শ্রীপান্থ, ‘যখন ছাপাখানা এলো’, কলিকাতা, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র, জুলাই ১৯৭৭।

শ্রীপান্থ, ‘বটতলা’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭।

শ্রীমন্মহর্ষি. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ‘স্কন্দ পুরাণম্ (সপ্তখন্ডাত্মকম্)’, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস, ১৩১৮।

সরকার. কনকচন্দ্র, ‘বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি’, কলকাতা, রত্না প্রকাশনী, ২০০৩।

সরকার. পবিত্র, 'ভাষা, দেশ, কাল', কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯।

সরকার. পবিত্র, 'ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩।

সরকার. পবিত্র, 'প্রসঙ্গ: বাংলা ব্যাকরণ', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০১০।

সালেকীন. সিরাজ, 'ভাটির দেশের বাঙাল', ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

সাংকৃত্যায়ন. রাহুল, 'ইসলাম ধর্মের রূপরেখা', মলয় চট্টোপাধ্যায় (অনুবাদ), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০১৫।

সিদ্দীকী. আবদুর গফুর, 'মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য', কলকাতা, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬।

সিন্‌হা. রাজ্যেশ্বর (সংকলন ও সম্পাদনা), 'আপন হতে বাহিরে', কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, মে ২০২২।

সেন. দীনেশচন্দ্র, 'বৃহৎবঙ্গ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৩৫।

সেন. সুকুমার, 'বটতলার ছাপা ও ছবি', সুভদ্রকুমার সেন (সম্পা.), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

সেন. সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪০।

সেন. সুকুমার, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৩।

সেন. শ্রীসুকুমার, 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ ১৩৫২।

সেন. সুকুমার, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সেন. শ্রীদীনেশচন্দ্র (সঙ্কলিত), 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)', কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬।

সেন. দীনেশচন্দ্র, ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান’, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৫।

সেন. দীনেশচন্দ্র, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

সেনগুপ্ত. সমীর, ‘মুসলমান বাঙালির ধর্মীয় পরিভাষা’, কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১১।

সেনশর্মা. সুনীল বিহারী, করুণাসিন্ধু দাস ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পা.), ‘গোপাল হালদারঃ সংস্কৃতির রসরূপদ্রষ্টা’, কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

সেন. ক্ষিতিমোহন, ‘ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা’, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০।

সৈয়দ. আবদুল মান্নান, নির্বাচিত শিখা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দলিল’, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

হক. কাজী রফিকুল (সংকলন ও সম্পাদনা), ‘বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০৭।

হক. এনামুল, ‘মুসলিম বাংলা-সাহিত্য’, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০১।

হক. মুহম্মদ এনামুল, ‘বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব’, ঢাকা, র‍্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

হালদার. গোপাল, ‘সংস্কৃতির বিশ্বরূপ’, কলিকাতা, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, মে ১৯৬০।

হান্টার. ডব্লিউ, ডব্লিউ, ‘দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস’, এম. আনিসুজ্জামান (অনুবাদ), ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৪।

হুমায়ুন. রাজীব, ‘সমাজভাষাবিজ্ঞান’, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৬।

হোসেন. ইমরান, ‘বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম’, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি):

Abdul Mannan. Kazi Muhammad, 'The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal up to 1855 A.D', University of London, Proquest, 1964.

Ahmad. Hajrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud, 'The economic structure of Islamic Soicety', India, Nazik Dawat-O-Tabligh Ahmadiyya Community, 1966.

Ahmed. Rafiuddin, 'The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identy', Delhi, Oxford University Press, 1988.

Ahmed. S. M, 'Islam in India and the Middle East', Allahabad, J. K. Sharma at the Allahabad Law Journal Press, 1962.

Akanda. Latifa, 'Social History Of Muslim Bengal', Dacca, Islamic Cultural Centre, 1981.

Ashraf. Syed Ali, 'Muslim Traditions In Bengali Literature', Karachi University, Bengali Literary Society, 1960.

Arberry. A. J. 'Sufism an Account of the Mystics of Islam', London, George allen & unwin ltd, 1968.

Arnold. Sir Thomas. Alfred Guillaume, 'The legacy of Islam', London, Oxford University Press, 1952.

Bandhu. Vishva (Gen Editor), 'Aspects of Indian Culture (tagore centenary volume part II)', Hoshiarpur, Dev Dutt Sastri, 1961.

Bandyopadhyay. Pranab, 'Indian Culture And Heritage', Calcutta, Book club, 1991.

Banerjee. Sumanta, 'The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta', Calcutta, Seagull Books, 1998.

Basham. A. L, 'Cultural History of India', Oxford, Oxford University Press, 1985.

Begum. Shabnam, 'Bengal's Contribution to Islamic studies during the 18th century,' Aligarh: Aligarh Muslim University, 1994.

Billah. Abu Musa Mohammad Arif, ' The Development of Bengali Literature during Muslim Rule', Bangladesh: University of Dacca, 2007.

Bose. Neilesh, 'Recasting the Region Language, Culture, and Colonial Bengal', New Delhi: Oxford university press, 2014.

Brockelmann. Carl, ‘History of the Islamic People’, London, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1956.
Browne. Edward G, ‘A Literary History of Persia’, London: T. Fisher Unwin, 1009.
Chakraborty. Uday Kumar, Atin Bhattacharya, ‘The Muslims of 24 Parganas, June 1982.
Chand. Tara, ‘Influence of Islam on Indian Culture’, Allahbad, The Indian press limited, 1946.
Chandra. Satish, ‘History of Medieval India (800-1700)’, New Delhi, Orient BlackSwan, 2014.
Chatterjee. Suniti Kumar, ‘The Origin and Development of the Bengali Language’, Calcutta, Rupa & Co. 1975.
Dasgupta. Shashibhusan, ‘Obscure Religious Cults’, Calcutta, University of Calcutta, December 1946.
Dil. Afia, ‘Impact of Arabic on Bengali Language And Culture’, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum), Vol. 57(1), 2012.
Eaton. Richard M, ‘The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760’, Berkeley: University of California Press, 1993.
Gaur. Vinod K, ‘Growing Culture Deficit of Contemporary Indian Society’, Economic and Political Weekly, Vol. 44. No. 21 (May 23-29, 2009). PP. 15-18
Gibb. Sir Hamilton A. R, ‘An Interpretation of Islamic History’, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1957.
Goel. Sita Ram, ‘The Story of Islamic Imperialism in India’, New Delhi, Voice of India.
Gokak. Vinayak Krishna, ‘India and World Culture’, Kolkata, Sahitya Akademi, 1994.
Green. Nile, ‘Indian Sufism Since the Seventeenth Century (Saints, books and empires in the Muslim Deccan)’, New York, Routledge, 2006.
Haque. Muhammad Enamul, ‘A History of Sufi-ism in Bengal’, Dacca, Asiatic Sociaty of Bangladesh, 1975.
Husain. S. Abid, ‘The national culture of Indian’, Calcutta, Asia Publishing House, 1961.
Inglis. David, ‘Culture And Everyday life’, New York, Routledge, 2005.
Karim. Abdul, ‘Social History of The Muslims In Bengal’ (down to A.D 1538), Dacca, The Asiatic Society of Pakistan, 1959.

Latif. Dr. Syed Abdul, 'Islamic Cultural Studies,' Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1953.
Levy. Reuber, 'The Social Structure of Islam', Cambridge, At the University Press, 1957.
Lewis. Bernard, 'The Middle East A Brife History of The Last 2,000 Years', New York: Scribner, 1995.
Majumdar. R. C, 'History of Mediaeval Bengal', Calcutta, G. Bharadwaj & co. 1973.
Martin. Vanessa, 'Islam and Modernism', London, I. B. Tauris & co Ltd, 1989.
Mitra. Sisirkumar, 'A Marvel of Cultural Fellowship', Calcutta, Lalvani Publishing House, 1967.
Mitra. Sisirkumar, 'Cultural Fellowship of Bengl', Calcutta, Culture Publishers, 1946.
Munshi Abdul karim & Ahmad Sharif, 'A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts', Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1960.
Nehru. Jawaharlal, 'The Discovery of India', Delhi, Oxford University Press, 1994.
Panikkar. K. N, 'Culture, Ideology, Hegemony Intellectuals and Social Conciousness in Colonial India', New Delhi, Tulika, 2001.
Prasad. Ishwari, 'History of Mediaeval India', Allahbad, The Indian Press Ltd, 1933.
Rahim. Muhammad Abdur, 'Social and Cultural History of Bengal' (vol. I 1201-1576), London, 1959.
Rahman, A, 'History of Indian Science, Technology and Culture AD 1000-1800', New Delhi, Oxford University Press, 2000.
Rahman. Hossainur, 'Hindu-Muslim Relations in Bengal 1905-1947: Study in Cultural Confrontation', Bombay, Nachikta Publications Limited, 1974.
Rizvi. Saiyid Athar Abbas, 'A History of Sufism in India' (vol-i), New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers pvt. Ltd. 1978.
Robb. Peter, 'A History of Indian', New York, Palgrave, 2002.
Said. Edward W, 'Culture and Imperialism', New York, vintage Books, 1994.
Sarkar. Dr. Jadu-Nath, 'The History of Bengal', (volume II Muslim Period 1200-1757), Dacca, The University of Dacca, 1948.

Sarkar. Jagadish Narayan, 'Hindu-Muslim Relations in Bengal' (Medieval Period), Delhi, Idarah-I Adabiyat-i Delli, 2009.
Sarkar. Jagadish Narayan, 'Islam In Bengal'(Thirteenth to Nineteenth Century), Calcutta, Ratna Prakashhan, 1972.
Sastri. K. S. Ramaswami, 'Hindu Culture and the Modern Age', Annamalainagar, Annamalai university, 1956.
Sen. Amartya, 'The Argumentative Indian Writings on Indian History, Culture and Identity', New York, Farrar, Straus and Giroux, 2005.
Sen. Sukumar, 'History of Bengali Literature', New Delhi, Sahitya Akademy, 1960.
Shah. Idries, 'The Way of the Sufi', New York, Penguin books, 1979.
Singh. B.P, 'India's Culture The State, the Arts and Beyond', New Delhi, Oxford University Press, 2000.
Srivastava. Ashirbadi Lal, 'Medieval Indian Culture', Agra, Shiva Lal Agarwala & Publishers, 1964.
Syed. Ameer Ali, 'The Spirit of Islam', Calcutta, S. K. Lahiri & co. 1902.
Syed. Raza Haider, 'Relations of the Bhakti Saints with Muslim Sufis (16^{th} and 17^{th} Centuries)', (Master of Philosophy), Aligarh, Aligarh Muslim University, 1984.
Titus. Murray, 'The Religious Quest of India: Indian Islam: A Religious History of Islam in India, New Delhi, Oriental Books Reprint Corporation, 1979.
Vanina. Eugenia, 'Hindus and Muslims in Medieval North India: Stages of Reciprocal Perception', New Delhi, Sage Journals, Studies in People's History Volume 8, Issue 1, June 2021.
Vidyarthi. Mohan Lal, 'India's Culture through the ages', Kanpur, Citizen Press, 1952.
Wm. Theodore de Bary. Stephen Hay. Royal Weiler. Andrew zyarrow, 'Sources of Indian Tradition', Delhi, Motilal Banarsidass, 1963.
Zami. Tahmidal, 'Vernacular Sufism in Bengal (1500-1800 CE)', Bangladesh, History of Bangladesh: volume II- Politics, History, Culture, 2020.

পত্র-পত্রিকা

অনুষ্টুপ, (বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা, প্রাক্ শারদীয়), অনিল আচার্য (সম্পা.), ৪৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪২২।

আল্-এস্লাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩২৩।

আল্-এস্লাম, মোহামদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা, কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩২২।

আল্-এস্লাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩২৩।

আল্-এস্লাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩২৩।

আহমদী, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, গোলাম ছমদানী (সম্পা.), কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৩৩।

কোহিনুর, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), সপ্তমবর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফরিদপুর, পাংশা, মাঘ ১৩১৩।

কোহিনুর নবপর্য্যায়, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), দ্বিতীয়বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২২।

কোহিনুর নবপর্য্যায়, মোহাম্মদ রওশনা আলী চৌধুরী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২২।

দেশ (সাহিত্য সংখ্যা), ৩২ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, শ্রী অশোককুমার সরকার (সম্পা.), শ্রীসাগরময় ঘোষ (সহকারী সম্পাদক), কলিকাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭২।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩১০।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ঈদ সংখ্যা, ৯ম সংখ্যা, কলিকাতা, পৌষ ১৩১০।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩১১।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩১১।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩১২।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা, জৈষ্ঠ ১৩১২।

পড়শি, শাহ আবদুল করিম সংখ্যা, মৃদুল হক ও সঞ্চিতা দত্ত (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, শীত ১৪২৮(২০২১)।

বহুবচন, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পবিত্র সরকার (প্রধান সম্পাদক), দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও উদয়কুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), ভাষা-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা, সেজুঁতি, মার্চ ১৯৯৮।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা, কার্ত্তিক, ১৩৩৪।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, মাঘ ১৩৩৪।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথমবর্ষ, ষষ্ঠসংখ্যা, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৩৪।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথমবর্ষ, সপ্তমসংখ্যা, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৩৫।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথমবর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৩৫।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), দ্বিতীয়বর্ষ, অষ্টমসংখ্যা, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), দ্বিতীয়বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৩৫।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ৭ম বর্ষ, কলিকাতা, কার্তিক-আশ্বিন ১৩৪০-৪১।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী (সম্পা.), নবমভাগ, রঙ্গপুর, ১৩২১।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ঊনবিংশভাগ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, ১৩২০।

আন্তর্জাল:

https://www.google.com/amp/s/www.ntvbd.com/arts-and-literature/14986/%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2580-%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2587%25E0%25A6%259A%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%259B%25E0%25A6%25BE%3famp (10.11.2022)